সুচিপত্র

জিনজাতির প্রকৃত বাস্তবতা

অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস	১৫
জিন কী থেকে সৃষ্ট?	১৯
কাফির জিনদের কীভাবে শাস্তি দেওয়া হবে?	২০
জিনের প্রকারভেদ	২১
জিনদের বাসস্থান	২১
জিনদের পানাহার	২৩
জিনদের পানাহার নিয়ে মতবিরোধ	২৫
শয়তানের শিং	২৫
জিনদের বিভিন্ন আকৃতিধারণ	২৬
জিনদের রূপ পরিবর্তন	৩০
জিন-শয়তান কি নারী-পুরুষে বিভক্ত?	৩৩
জিনেরা কি শরিয়ত মানতে বাধ্য?	৩৩
জিনদের দ্বীনদারি ও ধর্মবিশ্বাস	৩৪
মুমিন জিনেরা কি জান্নাতে প্রবেশ করবে?	৩৫
জিনেরাও মানুষকে ভয় করে	৩৭

মানুষের প্রতি জিনদের হিংসা	৩৭
জিনদের বিবাহ ও বংশবিস্তার	৩৮
জিনেরা মুয়াজ্জিনদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে	৩৯
শয়তান কখন ছড়িয়ে পড়ে?	৪০
যে প্রাণী শয়তান দেখতে পায়	৪১
নবিজির অবস্থান সম্পর্কে জিনের সংবাদ প্রদান	৪২
আকাবার বাইআতের দিন শয়তানের চিৎকার	৪২
শয়তান আসমানে আড়ি পাতে	৪৩
নিযুক্ত জিন-শয়তানের কি মুসলিম হওয়া সম্ভব?	৪৩
রামাদানে শয়তানের বন্দিত্ব	৪৪
জিনদের উদ্দেশ্যে জবাই করা হারাম	৪৬
জিনদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা হারাম	৪৭
জিনদের কাছে সাহায্য চাওয়া হারাম	৫০
জিনেরা কি মানুষের ঘরে বাস করে?	৫০
বাড়িঘর থেকে জিন তাড়ানোর উপায়	৫২
মানুষ ও জিনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?	৫৫
জিনেরা কি মানুষকে কষ্ট দিতে পারে?	৫৬

জিনেধরা বা ভারসাম্য হারানো : বাস্তবতা ও প্রতিকার

ভারসাম্য হারানো বলতে কী বোঝায়?	৫৮
জিনের আছরে ভারসাম্য হারানোর দলিল-প্রমাণ	৫৯
জিনেধরা ব্যাপারে চিকিৎসকদের অভিমত	৬৮
আছরগ্রস্ত ব্যক্তি নির্ণয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান	৬৯
আছরের শরিয়তসম্মত চিকিৎসা	৭০
জিনেধরা ব্যক্তির চিকিৎসা-সম্পর্কিত একটি প্রশ্নোত্তর	৭২
জিনেধরার বিভিন্ন কারণ	৭৬

মানবদেহে জিনের প্রবেশ ও অবস্থান	৭৮
জিনেধরার লক্ষণ	৭৯
জিনের আছরের প্রকারভেদ	৮১
চিকিৎসকের বৈশিষ্ট্যসমূহ	৮১
চিকিৎসা-পদ্ধতি	৮২
চিকিৎসকদের জন্য সতর্কবার্তা	৯৩
কিছু বাস্তবিক উদাহরণ	৯৮
জিন তাড়ানোর অবৈধ পদ্ধতিসমূহ	১১৩
জিনের আছর থেকে বাঁচার উপায়	১১৬

নবিদের মুখোমুখি শয়তান

নুহ আলাইহিস সালামের মুখোমুখি	১১৯
মুসা আলাইহিস সালামের মুখোমুখি	১২০
ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া আলাইহিস সালামের মুখোমুখি	১২১
আইয়ুব আলাইহিস সালামের মুখোমুখি	১২৩
ঈসা আলাইহিস সালামের মুখোমুখি	১২৫
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখোমুখি	১২৭

মানুষের সাথে শয়তানের যোগসূত্র

শয়তানের পরিচয়	১৩০
অবাধ্যতার সূচনা	১৩১
তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা	১৩২
কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য	১৩২
প্রথম আক্রমণ	১৩৩
তাওহিদি বিশ্বাসে সন্দেহের অনুপ্রবেশ	১৩৬
শয়তানের দেওয়া গিঁট এবং তা খোলার উপায়	১৩৬

কিয়ামুল লাইল ত্যাগকারীর প্রতি শয়তানের উপহাস	১৪২
নিদ্রা নষ্ট করা ও কষ্ট দেওয়া	১৪৩
হাই তোলা দেখে শয়তান হাসে	১৪৫
শয়তান কোথায় রাত্রি যাপন করে?	১৪৬
নিকৃষ্ট পরিকল্পনা	১৪৭
মানুষকে ফিতনায় ফেলতে শয়তানের বাহিনী প্রেরণ	১৪৭
কুমন্ত্রণা শয়তানের অক্ষমতার দলিল	১৪৮
সালাতে শয়তানের কুমন্ত্রণা	১৪৯
শয়তান দুটি দরজা দিয়ে মুসল্লির মনে প্রবেশ করে	১৫০
বিস্মৃতি আসে শয়তান থেকে	১৫২
মানুষের মাঝে শত্রুতা তৈরি করা	১৫৪
মানুষের দেহে শয়তানের অবস্থান	১৫৬
ঈমানি শক্তি শয়তানকে দুর্বল করে	১৫৭
শয়তানের বাঁশি	১৫৯
শয়তান অতিশয় লোভী	১৫৯
বাজার শয়তানের যুদ্ধক্ষেত্র	১৬০

অন্তরে ধোঁকা দিতে শয়তানের কৌশল

অন্তরের গুরুত্ব	১৬১
শয়তান যেভাবে ধোঁকা দেয়	১৬৬
শয়তান কীভাবে মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে?	১৬৭
বিভ্রান্ত করার নানান স্তর	১৭০
বিভ্রান্ত করার নানা পদ্ধতি	১৭৪
সত্য থেকে বিমুখ করা	১৮৪
মানুষের জন্য শয়তানের উপদেশ	১৮৭
শয়তানের বিভিন্ন প্রবেশপথ	১৮৯

শয়তানের বিরুদ্ধে মানুষের আত্মরক্ষা

প্রথম রক্ষাকবচ : ইখলাস	২৬৭
দ্বিতীয় রক্ষাকবচ : শুধু আল্লাহর জন্য ইবাদত নিশ্চিত করা	২৭২
তৃতীয় রক্ষাকবচ : দলবদ্ধ থাকা	২৭৭
চতুর্থ রক্ষাকবচ : জামাতে সালাতের প্রতি যত্নবান হওয়া	২৮১
পঞ্চম রক্ষাকবচ : কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা	২৮১
ষষ্ঠ রক্ষাকবচ : শয়তানের বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য কামনা করা	২৮৩
সপ্তম রক্ষাকবচ : অধিক আনুগত্য করা	২৮৩
অষ্টম রক্ষাকবচ : ইস্তিআজা তথা আশ্রয় কামনা করা	২৮৪
নবম রক্ষাকবচ : পরিবার ও সম্পদ সুরক্ষিত করা	২৯১
দশম রক্ষাকবচ : সুরা বাকারা	২৯৪
এগারোতম রক্ষাকবচ : আয়াতুল কুরসি	২৯৪
বারোতম রক্ষাকবচ : সুরা বাকারার ১০ আয়াত	২৯৫
তেরোতম রক্ষাকবচ : সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত	২৯৬
চৌদ্দতম রক্ষাকবচ : তিন কুল বা মুআওবিজাত	২৯৬
পনেরোতম রক্ষাকবচ : বিভিন্ন জিকির	২৯৮
ষোলোতম রক্ষাকবচ : নজরের হিফাজত	২৯৯
সতেরোতম রক্ষাকবচ : জবানের হিফাজত	৩০৮
আঠারোতম রক্ষাকবচ : উদরের হিফাজত	৩৫৯
উনিশতম রক্ষাকবচ : যৌনাঙ্গের হিফাজত	৩৭০
বিশতম রক্ষাকবচ : হাতের হিফাজত	৩৭৫
একুশতম রক্ষাকবচ : বাড়িঘর সুরক্ষিত রাখা	৩৭৯
বাইশতম রক্ষাকবচ : ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দুআ পড়া	৩৮৮
তেইশতম রক্ষাকবচ : মসজিদে প্রবেশের সময় দুআ পাঠ করা	৩৮৯
চব্বিশতম রক্ষাকবচ : অনাকাঙ্ক্ষিত ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য দুআ পাঠ করা	৩৮৯
পঁচিশতম রক্ষাকবচ : সকাল-সন্ধ্যার দুআ	৩৯০

ছাব্বিশতম রক্ষাকবচ : কোনো স্থানে অবতরণের দুআ	৩৯১
সাতাশতম রক্ষাকবচ : ঘুমাতে যাওয়ার সময় দুআ পাঠ করা	৩৯১
আটাশতম রক্ষাকবচ : সকল কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ করা	৩৯৩
উনত্রিশতম রক্ষাকবচ : হাই তোলার সময় মুখের ওপর হাত রাখা	৩৯৪
ত্রিশতম রক্ষাকবচ : তাকদিরের প্রতি দ্বিধাহীন বিশ্বাস রাখা	৩৯৪
একত্রিশতম রক্ষাকবচ : আজান শয়তান বিতাড়িত করে	৩৯৫
বত্রিশতম রক্ষাকবচ : ওজু	৩৯৬
তেত্রিশতম রক্ষাকবচ : কিয়ামুল লাইল (রাতের সালাত)	৩৯৬
চৌত্রিশতম রক্ষাকবচ : শয়তানের সাদৃশ্য পরিহার করা	৩৯৭
পঁয়ত্রিশতম রক্ষাকবচ : সন্দেহপূর্ণ বিষয় এড়িয়ে চলা	৩৯৯
ছত্রিশতম রক্ষাকবচ : দুআ ও জিকিরের সুরক্ষা-বলয়	৪০০
গ্রন্থপঞ্জি	৪৪৩



ইবলিশের পরিচয়

নাম : ইবলিস।

বাসভূমি : উদাসীন লোকদের অন্তর।

পরিবার-পরিজন : সকল তাগুত।

স্থায়ী নিবাস : জাহান্নাম।

উপাধি : প্রথম শ্রেণির ফাসিক।

নিজস্ব এলাকা : আল্লাহর জিকিরশূন্য অঞ্চল।

সফরের পথ : বক্রতা।

মূলধন : উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

মজলিস : হাটবাজার।

পথের শত্রু : মুসলিম জাতি।

দলিল : মরীচিকা।

কাজের প্রতীক : নিফাক, যা তার প্রধান চরিত্র।

কাজের আবরণ : গিরগিটির মতো পরিবর্তনশীল রং। একেক স্থানের জন্য একেক রং।

দুনিয়ার স্ত্রী : কাপড় পরেও বিবস্ত্র যে নারী এবং পরপুরুষকে আকর্ষণকারী।

ভালোবাসার পাত্র : আল্লাহর জিকির থেকে যারা উদাসীন।

ক্রোধের কারণ : ইস্তিগফার।

লেখালেখি : উল্কিচিহ্ন।

থাকার ঘর : টয়লেট।

বৈশিষ্ট্য : সুবিধাবাদী।

আত্মপ্রকাশের দিন : আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করতে অস্বীকার করার দিন।

সহপাঠী : মুনাফিক সম্প্রদায়।

রিজিকের উৎস : হারাম মাল।

অফিস : সকল নাপাক স্থান।

খেদমত : মন্দকাজের আদেশ ও উৎসাহ প্রদান।

নির্দেশনা : অশ্লীল কাজের আদেশ।

ধর্ম : কুফরি।

পদমর্যাদা : অভিশপ্ত ও বিভ্রান্তদের পরিচালক।

সেবার পরিধি : কিয়ামত দিবস পর্যন্ত।

গন্তব্য : জাহান্নাম।

ব্যবসার মুনাফা : বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা।

সফরসঙ্গী : মানুষ ও জিন শয়তান।

সহকর্মী : সত্য থেকে নীরব ব্যক্তি।

চলাফেরার বাহন : মিথ্যা।

যোগাযোগমাধ্যম : গিবত, চুগলি, গুপ্তচরবৃত্তি।

উৎকৃষ্ট খাবার : মৃতের মাংস (গিবত)।

ভয়ের পাত্র : মুত্তাকি মুমিন।

অপছন্দের পাত্র : আল্লাহর জিকিরকারী নারী ও পুরুষ।

প্রতিরোধক : 'নিশ্চয়ই শয়তানের ষড়যন্ত্র দুর্বল।'

শিকারের হাতিয়ার : নারী।

আকাঙ্ক্ষা : সমস্ত মানবজাতিকে কাফির বানানো।

তার উৎকৃষ্ট কর্ম : নারী ও পুরুষের সমকামিতা।

প্রদর্শিত ভীতি : দারিদ্র্য।

তাকে কাঁদায় : বান্দার সিজদা।

জিনের প্রকারভেদ

আবু সালাবা খুশানি রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'জিন তিন প্রকার। একপ্রকার জিনের ডানা আছে, তারা আকাশে উড়ে বেড়ায়। আরেক প্রকার জিন সাপ ও কুকুরের আকৃতি ধারণ করে। আরও একপ্রকার জিন নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে এবং সেখান থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়।'[১]

জিনদের বাসস্থান

জিনেরা বসবাসের ক্ষেত্রে মরুভূমির মতো জনশূন্য স্থানকে প্রাধান্য দেয়। কেউ কেউ ময়লা-আবর্জনার স্থানেও বসবাস করে। আবার মানুষের কাছাকাছি থাকে কেউ।

এজন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মরুভূমিতে গেলে তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকতেন, কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করে শোনাতেন, শিক্ষা দিতেন দ্বীনি বিষয়। এমন ঘটনা বহুবার ঘটেছে। যেমনটি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ও আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে *সহিহুল বুখারি* ও *সহিহ মুসলিমে* বর্ণিত হয়েছে।

মানুষের উচ্ছিষ্ট গ্রহণের জন্য তারা ময়লার স্তূপে বা স্তূপের কাছাকাছি অবস্থান করে। যেমনটি *সহিহ মুসলিমে* ইবনু মাসউদ থেকে বর্ণিত হাদিসে জানা যায়।

জিনেরা টয়লেটেও অবস্থান করে। যাইদ ইবনু আরকাম রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'এসব শয়তান টয়লেটে উপস্থিত থাকে। তাই তোমাদের কেউ যখন টয়লেটে প্রবেশ করে, তখন যেন বলে—

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল্ খুবুছি ওয়াল্ খবা-ইছ।

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে অনিষ্টকারী পুরুষ জিন ও নারী জিন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'[২]

একটি ঘটনা

এক মুসলিম জিনকে আমি জিজ্ঞেস করি, 'তুমি কি টয়লেটে থাকো?'

---

[১] *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ৩৭০২; হাদিসটি ইমাম হাকিম ও যাহাবি উভয়ই সহিহ বলেছেন।

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ৬; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৯৩৩২; হাদিসটির সনদ সহিহ।

সে বলে, 'না।'

আমি বলি, 'কিন্তু হাদিসে তো আছে, জিনেরা টয়লেট-বাথরুমে থাকে।'

সে বলে, 'হ্যাঁ, এটা কাফির জিনদের জন্য নির্দিষ্ট। কারণ বসবাসের জন্য তারা নাপাক ও নোংরা স্থানকে প্রাধান্য দেয়।'

আমার মনে হয়, এ কথা সত্য। আমি দেখেছি, কাফির জিনেরা সুগন্ধ সহ্য করতে পারে না। বিশেষ করে মিশকের সুগন্ধ। অন্যদিকে মুসলিম জিনেরা পুরোপুরি মানুষের মতোই সুগন্ধ বেশ ভালোবাসে।

জিনেরা ফাটল বা ছিদ্রেও বসবাস করে। আব্দুল্লাহ ইবনু সারজিস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে কাতাদা ইবনু দিআমা রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন গর্তে প্রস্রাব না করে।'

লোকেরা কাতাদাকে জিজ্ঞেস করে, 'গর্তে প্রস্রাব করা দূষণীয় কেন?'

জবাবে তিনি বলেন, 'গর্তে জিনেরা বাস করে।'[১]

জিনেরা উটের আস্তাবলেও বসবাস করে। *সহিহ মুসলিমে* উটের আস্তাবলকে শয়তানের আশ্রয়স্থল বলা হয়েছে।[২]

জিনদের পানাহার

জিনদের পানাহারের বিষয়টি সহিহ হাদিস থেকে প্রমাণিত। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদিন আল্লাহর রাসুল প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য বের হন। আমি তার ওজু ও ইস্তিঞ্জার জন্য পানিভরতি পাত্র নিয়ে পেছন পেছন চলতে শুরু করি। তিনি কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা হাঁটতে থাকেন।

---

[১] *মুসনাদু আহমাদ* : ২০৭৭৫; *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ৬৬৬; হাদিসটি সহিহ।

[২] 'উটের আস্তাবল জিন-শয়তানের আশ্রয়স্থল' হুবহু এমন বর্ণনা *সহিহ মুসলিমে* খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে নাপাক স্থানগুলোতে (কাফির) জিনেরা অবস্থান করে। এ বিষয়টি সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। [*সুনানু আবি দাউদ* : ৬; বর্ণনাটি সহিহ]

আর উট-ঘোড়া বা অন্যান্য গবাদিপশুর আস্তাবলগুলোও অধিক সময় নাপাক থাকে; তাই লেখক হয়তো সে হিসেবে এ কথা বলেছেন। তবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটের আস্তাবলে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। [*সুনানু আবি দাউদ* : ৪৯৩; হাদিসটি সহিহ।]

চার মাজহাব অনুসারে উটের আস্তাবলে সালাত আদায় করা মাকরুহ। নবিজির নিষেধাজ্ঞা মূলত সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য। [*হাশিয়াতু ইবনি আবিদিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা ; ৩৮০-৮১; *হাশিয়াতুত দুসুকি*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৫৭]

একুশতম রক্ষাকবচ : বাড়িঘর সুরক্ষিত রাখা

কোথাও প্রবেশের সময় আল্লাহর স্মরণ

আবু মালিক আশআরি রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যখন কোনো ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করে, তখন যেন বলে—

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ. وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ. بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا. وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا. وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা খইরল্ মাওলাজ্, ওয়া খইরল্ মাখ্রজ্, বিস্মিল্লা-হি ওয়া লাজ্না-, ওয়া বিস্মিল্লা-হি খরজ্না-, ওয়া আলাল্ল-হি রব্বিনা- তাওয়াক্কাল্না-

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে ঘরে প্রবেশ করা ও ঘর থেকে বের হওয়ার সময় কল্যাণ কামনা করছি। আমি আল্লাহর নাম নিয়ে ঘরে প্রবেশ করছি এবং আল্লাহর নাম নিয়ে ঘর থেকে বের হচ্ছি। আমি আমাদের রব আল্লাহর ওপর ভরসা করছি। এরপর সে যেন তার পরিবার-পরিজনকে সালাম দেয়।'[১]

পরিবার-পরিজনকে সালাম দেওয়া

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, '(কোথাও প্রবেশকালে) মুস্তাহাব হলো, প্রথমে বিসমিল্লাহ পাঠ করা। বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করা এবং সালাম দেওয়া—বাড়িতে লোক থাকুক বা না থাকুক। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন—

... فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللهِ مُبَٰرَكَةً طَيِّبَةً ... ﴿٦١﴾

তারপর যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করবে, তখন তোমাদের স্বজনদের সালাম দেবে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকতময় ও পবিত্র অভিবাদন।[২]

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৫০৯৬; হাদিসের সনদ জইফ; কারণ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাইল ইবনি আইয়াশ তার পিতা ইসমাইল ইবনু আইয়াশ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন বলে প্রমাণিত নয়। আবু হাতিম বলেন, সে তার পিতা থেকে কোনো হাদিস শোনেনি। [*তাহযিবুল কামাল*, খণ্ড : ২৪, পৃষ্ঠা : ৪৮৪; *আল-কামিল ফি আসমাইর রিজাল*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪৫, জীবনী : ৭৯৫]

[২] সুরা নুর, আয়াত : ৬১

সাল্লাম আমাকে বলেন, 'হে ছেলে, ঘরে প্রবেশ করলে সালাম দেবে। এতে তোমার এবং তোমার ঘরের লোকদের জন্য বরকত হবে।'[১]

আবু উমামা বাহিলি রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তিন শ্রেণির লোক মহান আল্লাহর জিম্মায় থাকে—

» যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্য বের হয়, সে আল্লাহর জিম্মায় থাকে। সে মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। আর নিরাপদে ফিরে এলে তাকে দান করেন সাওয়াব এবং গনিমতের প্রাপ্য অংশ।

» যে ব্যক্তি জামাতে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে রওনা হয়, সেও আল্লাহর জিম্মায় থাকে। এ অবস্থায় সে মারা গেলে আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করেন। আর মসজিদ থেকে ফিরে এলে তার প্রাপ্য সাওয়াব ও গনিমতের অংশীদার করেন।

» যে ব্যক্তি বাড়িতে প্রবেশ করার সময় পরিবারের লোকদের সালাম দেয়, সেও মহান আল্লাহর জিম্মায় থাকে।'[২]

এমন লোকেরা আল্লাহর তত্ত্বাবধান ও সুরক্ষায় থাকবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি কতই-না উত্তম উপহার!

পানাহারের সময় আল্লাহর স্মরণ

জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যখন কেউ ঘরে প্রবেশ ও খাবারের সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, তখন শয়তান (তার সাথিদের) বলে, তোমাদের (এখানে) রাত্রিযাপন ও খাবারের ব্যবস্থা নেই। আর যখন কেউ প্রবেশের সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে, তখন শয়তান বলে, তোমরা পেয়ে গেলে রাত্রিযাপনের স্থান। আর যখন সে খাবারের সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে, তখন শয়তান বলে, তোমাদের জন্য রাত্রিযাপন ও রাতের খাবার দুটোরই ব্যবস্থা হয়ে গেল।'[৩]

ঘরবাড়িতে অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত

বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াতের দ্বারা ঘর সুরভিত হয়, শয়তান বিতাড়িত হয়। আবু

---

[১] *সুনানুত তিরমিযি* : ২৬৯৮; হাদিসটির সনদ হাসান লি-গাইরিহি।

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ২৪৯৪; হাদিসটি সহিহ।

[৩] *সহিহ মুসলিম* : ২০১৮

মুসা আশআরি রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'কুরআন পাঠকারী মুমিনের দৃষ্টান্ত জামিরের[১] মতো—যার ঘ্রাণও সুন্দর, খেতেও সুস্বাদ। যে মুমিন কুরআন পাঠ করে না, তার দৃষ্টান্ত খেজুরের মতো—যার সুঘ্রাণ নেই, তবে স্বাদ মিষ্টি। কুরআন পাঠকারী মুনাফিকের দৃষ্টান্ত সুগন্ধি ফুলের মতো—যার ঘ্রাণ আছে, তবে স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পাঠ করে না, তার দৃষ্টান্ত মাকাল ফলের মতো—যার ঘ্রাণ নেই, স্বাদও তিক্ত।'[২]

সুমধুর কণ্ঠের কুরআন তিলাওয়াত ফেরেশতাদেরও আকৃষ্ট করে। আবু সাইদ খুদরি রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, 'উসাইদ ইবনু হুজাইর এক রাতে তার আস্তাবলে তিলাওয়াত করছিলেন, তখন হঠাৎ তার বাঁধা ঘোড়াটি খুঁটির চারদিকে চক্কর দিতে থাকে। তিনি আবার তিলাওয়াত করলে ঘোড়াটি আবার চক্কর দিতে শুরু করে। তিনি পুনরায় তিলাওয়াত করলে ঘোড়াটি আবারও খুঁটির চারদিকে চক্কর দিতে শুরু করে।'

উসাইদ বলেন 'আমার তখন আশঙ্কা হয়, ঘোড়াটি (কাছেই শুয়ে থাকা আমার পুত্র) ইয়াহইয়াকে মাড়িয়ে দিতে পারে। তাই আমি উঠে ঘোড়ার কাছে যাই। তখন দেখি, আমার মাথার ওপর মেঘের মতো কিছু একটা—যার মাঝে প্রদীপের মতো কিছু একটা শূন্যে ঝুলে আছে। পরে আর আমি তা দেখিনি।'

উসাইদ বলেন, সকালে আমি আল্লাহর রাসুলের কাছে গিয়ে বলি, 'আল্লাহর রাসুল, গত রাতে আমি আমার আস্তাবলে তিলাওয়াত করছিলাম, হঠাৎ আমার ঘোড়া চারদিকে চক্কর দিতে শুরু করে।'

আল্লাহর রাসুল বলেন, 'ইবনু হুজাইর, পাঠ করতে থাকো।'

তিনি বলেন, 'আমি পাঠ করলে, সে আবার লাফালাফি করে।'

আল্লাহর রাসুল বলেন, 'ইবনু হুজাইর, পাঠ করতে থাকো।'

তিনি বলেন, 'আমি আবার পাঠ করতে থাকলে, ঘোড়াটি আবারও লাফালাফি শুরু করে।'

আল্লাহর রাসুল বলেন, 'ইবনু হুজাইর, তুমি পাঠ করতে থাকো!'

তিনি বলেন, 'তখন আমি পাঠ সমাপ্ত করি। (আমার ছেলে) ইয়াহইয়া ঘোড়াটির কাছে ছিল। তাই আশঙ্কা হয়, সে তাকে মাড়িয়ে দিতে পারে। আমি তখন দেখি,

---

[১] লেবুজাতীয় একপ্রকার ফল।

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৫৪২৭

রাসুলকে আমি যা বলতে শুনেছি, তা-ই তোমাকে শোনাব। তাকে আমি বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি কোনো প্রাণীর ছবি তৈরি করে, আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন, যতক্ষণ না সে তাতে প্রাণের সঞ্চার ঘটায়। আর সে তাতে কখনো প্রাণ দিতে পারবে না।'

এ কথা শুনে লোকটি ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। এতে ইবনু আব্বাস বলেন, 'আক্ষেপ তোমার জন্য, তুমি যদি এ কাজ না-ই ছাড়তে পারো, তবে গাছপালা এবং যেসকল জিনিসে প্রাণ নেই, তার ছবি তৈরি করতে পারো।'[১]

কুকুর থেকে ঘরবাড়ি পবিত্র রাখা

আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'ফেরেশতারা সে ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে কুকুর কিংবা (প্রাণীর) ছবি থাকে।'[২]

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, জিবরিল আমিন একদিন আল্লাহর রাসুলের কাছে আসার প্রতিশ্রুতি দিলেও যথাসময়ে উপস্থিত হননি। আল্লাহর রাসুলের হাতে একটি লাঠি ছিল, তিনি তা হাত থেকে ফেলে দিয়ে বলেন, 'আল্লাহ তো তাঁর ওয়াদার খেলাফ করেন না, তাঁর রাসুলগণও না।'

এরপর তিনি আশপাশ খেয়াল করে খাটের নিচে একটি কুকুর ছানা দেখতে পান।

তখন তিনি বলেন, 'আয়িশা, কুকুরটি এখানে ঢুকল কখন?'

আয়িশা বলেন, 'আল্লাহর কসম, আমি জানি না।'

তখন তিনি আদেশ দিলে সেটিকে বের করা হয়। এরমধ্যে জিবরিল আসেন। তখন আল্লাহর রাসুল বলেন, 'আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাই আমি আপনার প্রতীক্ষায় ছিলাম। কিন্তু আপনি আসেননি।'

জিবরিল বলেন, 'আপনার ঘরে থাকা কুকুরটি আমার জন্য প্রতিবন্ধক ছিল। কারণ যে ঘরে কোনো ছবি কিংবা কুকুর থাকে, সে ঘরে আমরা প্রবেশ করি না।'[৩]

পাহারা কিংবা শিকারের কাজে ব্যবহৃত কুকুরের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য নয়।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ২২২৫

[২] *সহিহ মুসলিম* : ২১০৬

[৩] *সহিহ মুসলিম* : ২১০৪

তবে তা কালো না হওয়ার শর্তে। কেননা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'কালো কুকুর শয়তান।'[১]

তিনি এরকম কুকুর নিধনের নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'চোখের ওপর সাদা দুই টিকাবিশিষ্ট মিচমিচে কালো কুকুর তোমরা হত্যা করো। কেননা তা শয়তান।'[২]

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি শিকারি কুকুর কিংবা গৃহপালিত পশুর পাহারার কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর প্রতিপালন করবে, প্রতিদিন তার সাওয়াব থেকে দুই কিরাত[৩] করে কমতে থাকবে।'[৪]

ঘরে বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করা

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তোমাদের কিছু সালাত ঘরে আদায় করবে এবং সেগুলোকে কবর বানাবে না।'[৫]

আমরা জানি, কবরস্থান, মরুভূমি এবং জনমানবহীন জায়গায় শয়তান বসবাস করে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বলেছেন, যেন আমরা আমাদের কিছু সালাত ঘরে আদায় করি, যা শয়তানকে ঘর থেকে বিতাড়িত করবে।

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'নফল সালাত ঘরে আদায় করার ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। যাতে বিষয়টি অধিক গোপন থাকে এবং লৌকিকতার মতো বিধ্বংসী বিষয় থেকে আমল সুরক্ষিত থাকে। তাছাড়া সালাত দ্বারা বাড়িঘর বরকতময় হয়, রহমত নাযিল হয়, ফেরেশতাদের আগমন ঘটে এবং শয়তান বিতাড়িত হয়।'[৬]

এ ব্যাপারে অপর এক হাদিসেও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। সেখানে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'হে লোকসকল, তোমরা নিজ নিজ ঘরে

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ৫১০

[২] *সহিহ মুসলিম* : ১৫৭২

[৩] কিরাত ওজন মাপার একক বিশেষ। হাদিসের ভাষ্যমতে ১ কিরাত হলো একটি বড় পাহাড়ের সমপরিমাণ। [*সহিহুল বুখারি* : ১৩২৫]

[৪] *সহিহ মুসলিম* : ১৫৭৪

[৫] *সহিহ মুসলিম* : ৭৭৭

[৬] *শারহু সহিহি মুসলিম*, নববি, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৬৮

সালাত আদায় করো। কেননা ফরজ সালাত ছাড়া একজন লোকের সর্বোত্তম সালাত হলো তা, যা সে তার ঘরে আদায় করে।'[১]

আবু মুসা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ঘরে আল্লাহর জিকির হয় এবং যে ঘরে আল্লাহর জিকির হয় না—তার দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃতের মতো।'[২]

মিষ্টি কথা ও মৃদু হাসি

আমরা জানি, শয়তান সর্বদা মুসলিম সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট। সে একের পর এক চক্রান্ত করে, ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে দেয়। তার এসব কুচক্রের একটি হলো, মুসলিম পরিবার ভেঙে দেওয়া। কেননা পরিবারই হচ্ছে সমাজের মূল ভিত্তি। এ বিষয়টি এ হাদিস দ্বারা স্পষ্ট হয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ইবলিস পানির ওপর তার সিংহাসন স্থাপন করে, এরপর (পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে) তার বাহিনী প্রেরণ করে। তাদের মধ্যে ইবলিসের সবচেয়ে বেশি নৈকট্য লাভ করে সে, যে সবচেয়ে বড় ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে।

তাদের একজন এসে বলে, 'আমি অমুক অমুক কাজ করেছি।'

সে বলে, 'তুমি তেমন কিছুই করোনি।'

তারপর অন্যজন এসে বলে, 'অমুকের সাথে আমি সবরকম ধোঁকার আচরণ করেছি। এমনকি তার থেকে তার স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন না করা পর্যন্ত আমি হাল ছাড়িনি।'

তখন শয়তান তাকে কাছে টেনে বলে, 'হ্যাঁ, তুমি চমৎকার কাজ করেছ।'[৩]

এর কারণ হলো, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ সমাজকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়। আর শয়তান তো তা-ই চায়। এজন্য স্বামীর কর্তব্য হলো, স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করা। সুন্দর কথাবার্তা বলা। যাতে শয়তান তাদের সম্পর্কে চিড় ধরাতে না পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَ قُلْ لِّعِبَادِیْ یَقُوْلُوا الَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ الشَّیْطٰنَ یَنْزَغُ بَیْنَهُمْ ؕ اِنَّ الشَّیْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِیْنًا ﴿۵۳﴾

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৭২৯০

[২] *সহিহ মুসলিম* : ৭৭৯

[৩] *সহিহ মুসলিম* : ২৮১৩